শ্রেণি - ৩য়

বাংলা ২য় পত্র

অধ্যায় - ৮ (লিঙ্গ)

১. লিঙ্গ কাকে বলে? লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর: শব্দের যে চিহ্ন বা লক্ষণ দিয়ে স্ত্রী বা পুরুষ অথবা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই অথবা স্ত্রী পুরুষ কোনোটিই নয় কেবল বস্তু এমন বোঝায়, তাকে লিঙ্গ বলে। যেমন: মা, বাবা, শিশু, চেয়ার ইত্যাদি।

লিঙ্গ মূলত চার প্রকার। যথা: ১) পুংলিঙ্গ, ২) স্ত্রীলিঙ্গ, ৩) উভয়লিঙ্গ ও ৪) ক্লীব লিঙ্গ।

২. লিঙ্গ পরিবর্তন কাকে বলে? লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়মগুলো উল্লেখ করো এবং পাঁচটি করে উদাহরণ দাও।

উ: পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে কিংবা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ শব্দে পরিবর্তন করাকে লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গান্তর বলে।

সাধারণত তিন রকম উপায়ে পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায়। যেমন:

ক) আ, ই, ঈ, নী, আনী, ইনি, ইকা ইত্যাদি ধ্বনি (স্ত্রী-প্রত্যয়) যোগ করে। যেমন: আ-প্রত্যয় যোগে নবীন-নবীনা, ঈ-প্রত্যয় যোগে কিশোর-কিশোরী, নী-প্রত্যয় যোগে জেলে-জেলেনী, ইনী-প্রত্যয় যোগে নাগ-নাগিনী, আনী-প্রত্যয় যোগে চাকর-চাকরানী।

খ) শব্দের আগে বা পরে স্ত্রী বোঝায় এমন শব্দ যোগ করে। যেমন: ডাক্তার-লেডি ডাক্তার, পুলিশ-মহিলা পুলিশ, গুরু-গুরুপত্নী, জমিদার-জমিদারগিন্নী, হুলো বিড়াল-মেনি বিড়াল।

গ) স্ত্রীবাচক আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। যেমন: পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, রাজা-রানি, বর-কনে।

শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. লিঙ্গ কথাটির অর্থ হলো চিহ্ন বা লক্ষণ।
২. বই ও মেলা শব্দ দ্বারা বস্তুবাচকতা বোঝায়।
৩. যে শব্দে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই বোঝায় তাকে উভয়লিঙ্গ বলে।
৪. যে শব্দে স্ত্রী ও পুরুষ কোনোটাকেই বোঝায় না তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে।
৫. মহাশয় এর স্ত্রীলিঙ্গ মহাশয়া।

লিঙ্গ পরিবর্তন কর: (বই থেকে সব পড়বে পৃ-৫১-৫৩)

অধ্যায়-৯ (বচন)

১. বচন কাকে বলে? বচনের প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখো।

উ: যে শব্দ দিয়ে কোনো প্রাণী, বস্তু, ব্যক্তির সংখ্যার ধারণা পাওয়া যায়, তাকে বচন বলে। যেমন: বই, বইগুলো ইত্যাদি।

২. একবচন থেকে বহুবচন গঠনের দুটি নিয়ম নিম্নে ব্যাখ্যা করো।

উ: একবচন থেকে বহুবচন গঠনের দুটি নিয়ম নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:

ক) শব্দের সাথে রা, এরা, দের, গুলো, গুলি যুক্ত করে। যেমন: বইগুলো, কলমগুলো, পাখিরা, বালকেরা ইত্যাদি।

খ) বৃন্দ, পুঞ্জ, গুচ্ছ, রাশি, রাজি, দাম, আবলি, পাল ইত্যাদি শব্দ শব্দের পরে যুক্ত করে। যেমন- শিক্ষকবৃন্দ, মেঘপুঞ্জ, শেবালদাম, পুস্তকাবলি, তারকারাজি, জলরাশি, গরুরপাল ইত্যাদি।

শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. যে শব্দ দিয়ে একটি সংখ্যার ধারণা পাওয়া যায় তাকে একবচন বলে।
২. সংখ্যার ধারণাকেই বচন বলে।
৩. শব্দের সাথে কিছু যুক্ত না করেই একবচন হয়।
৪. যে শব্দ দিয়ে একের বেশি সংখ্যার ধারণা পাওয়া যায় তাকে বহুবচন বলে।
৫. শব্দের পূর্বে বিশেষণ বসিয়ে বহুবচন বোঝানো হয়।

St. Placid's School & College

অধ্যায়-১০ (পুরুষ)

১. পুরুষ কাকে বলে? পুরুষ কয় প্রকার ও কি কি?
উ: যে পদ দিয়ে বক্তা, শ্রোতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী বোঝায় তাকেই পুরুষ বলে। যেমন: আমি, তুমি, সে।
পুরুষ তিন প্রকার। যথা: ১) উত্তম পুরুষ, ২) মধ্যম পুরুষ, ৩) নাম পুরুষ।

২. প্রতিটি পুরুষের তিনটি করে সর্বনাম ও তিনটি করে ক্রিয়াপদ দ্বারা তালিকা তৈরি কর।
উ: উত্তম পুরুষের সর্বনাম পদের উদাহরণ: আমি, আমরা, আমাকে।
উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ: যাই, গিয়েছিলাম, পড়ছি।
মধ্যম পুরুষের সর্বনাম পদের উদাহরণ: তুমি, তোমরা, তোমাকে।
মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ: যাচ্ছ, পড়েছিলে, গেলেন।
নাম পুরুষের সর্বনাম পদের উদাহরণ: সে, তিনি, তাঁর।
নাম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ: গেল, পড়বে, থাকত।

শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. বিশেষ্য ও সর্বনাম পদকে আশ্রয় করে ক্রিয়াপদের পুরুষ পরিবর্তন হয়।
২. ক্রিয়ার বক্তাকেই উত্তম পুরুষ বলে।
৩. বক্তার কথা যে বা যারা সরাসরি শোনে তারা মধ্যম পুরুষ।
৪. যে কোনো নামবাচক শব্দ নাম পুরুষ।
৫. নাম পুরুষের অপর নাম হলো প্রথম পুরুষ।

অধ্যায়: ১১ (সন্ধি)

১. সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকার ও কি কি?
উ: "সন্ধি" শব্দের অর্থ মিলন বা সংযোগ। পাশাপাশি সম্পর্কযুক্ত দুইটি ধ্বনি বা বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন: বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়। সিংহ+আসন=সিংহাসন।
সন্ধি তিন প্রকার। যথা: ১) স্বরসন্ধি ২) ব্যঞ্জনসন্ধি ৩) বিসর্গসন্ধি

২. স্বরসন্ধি কাকে বলে? স্বরসন্ধির একটি সূত্র লেখো এবং উদাহরণ দাও।
উ: স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন: বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়।
স্বরসন্ধির সূত্র: "অ" কিংবা "আ" এর সাথে "অ" কিংবা "আ" যুক্ত হয়ে উভয়ে মিলে "আ' বা "আ-কার" হয়। এই আ-কার(া) আগের বর্ণের সাথে উচ্চারিত বা লিখিত হয়। যেমন:

অ+অ
অ+আ
আ+আ
আ+অ
} =আ > া নব+অন্ন=নবান্ন, হিম+আলয়=হিমালয়।

৩. ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? ব্যঞ্জনসন্ধির একটি সূত্র লেখো এবং উদাহরণ দাও।
উ: ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন: দিক+অন্ত=দিগন্ত।
ব্যঞ্জনসন্ধির সূত্র: বর্গের প্রথম বর্ণ (ক, চ, ট, ত, প) এর পরে "অ" কিংবা "আ" প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে (গ, জ, ড, দ, ব) পরিবর্তিত হয়। যেমন:
ক+অ/আ=গ → দিক+অন্ত=দিগন্ত
ত+অ/আ=দ → তৎ+অবধি=তদবধি

St. Placid's School & College

শূণ্যস্থান পূরণ করঃ

১. পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনই সন্ধি।
২. স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।
৩. ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।
৪. সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন বা সংযোগ।
৫. বিসর্গের সাথে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে।

সিলেবাসঃ ২য় সাময়িক

লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, সন্ধি

বিপরীত শব্দঃ (ক্রয় - সরস) পর্যন্ত

বাক্য সংকোচনঃ (ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নেই - পরে জন্মে যে) পর্যন্ত

প্রতিশব্দঃ (প্রকৃতি - গাছ) পর্যন্ত

দরখাস্তঃ বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখ।

রচনাঃ বাংলা নববর্ষ, গরু, ধান।

❖ বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখ।

১/৫/২০২০ ইং
বরাবর
অধ্যক্ষ
সেন্ট প্ল্যাসিডস্ স্কুল এন্ড কলেজ
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

বিষয়: বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।

জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির একজন ছাত্র। বিগত বার্ষিক পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করে তৃতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার বাবা একজন স্বল্প বেতনের চাকুরীজীবী। তাই তাঁর পক্ষে আমার পড়ার খরচ চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।
অতএব, বিনীত প্রার্থনা আমাকে বিনা বেতনে অধ্যয়নের অনুমতি দান করে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দানে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
"ক"
তৃতীয় শ্রেণি, রোল নং-০১

St. Placid's School & College